



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 407- 414

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্লেটোনিক সংলাপে সুখের প্রতি সক্রটিস-এর দৃষ্টিভঙ্গি

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

Email ID : mukherjee.sayantani0@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Virtue,
Pleasure,
Wisdom,
Protagoras,
Gorgias,
Phaedo,
Republic,
Philebus.

Abstract

The thoughts of the ancient Greek philosopher Socrates opened a new horizon in the discussion of hedonism in the history of Western philosophy. Happiness was the main theme of the ethics discussed by Socrates in Plato's dialogues. Although Socrates' view of happiness is scattered in Plato's dialogues. According to psychological hedonism, happiness is the natural desire of humans. But Socrates believes that while humans naturally desire happiness, true happiness can be achieved through the practice of virtue. Socrates said that the key to happiness is to take care of your soul rather than focusing on bodily desires. By knowing one's own soul, one can realize the true nature of knowledge and live a virtuous life by having the correct understanding of good and evil. Socrates believed that to live a moral life, one should not be a slave to their emotions. Instead, one should control one's desires and emotions in order to follow the righteous path of life. In Plato's dialogues, Socrates does not hold a single view of happiness, but rather explains happiness from different perspectives in different dialogues.

This research paper attempts to present a holistic view of Socrates' perspective on pleasure in some of Plato's important dialogues, such as Protagoras, Gorgias, Phaedo, Republic, and Philebus. And at the same time, this research paper also highlights how it is possible to live a happy life by performing righteous deeds on an honest path and gaining correct knowledge.

Discussion

ভূমিকা : পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে সুখবাদের আলোচনায় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রটিস-এর চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। সক্রটিস-ই হলেন পাশ্চাত্য ভাবধারার সর্বপ্রথম চিন্তাবিদ যিনি, মানুষের জীবন এবং সেই জীবনের নানা সমস্যাবলী সম্পর্কে এক জীবনমুখী চিন্তাধারা এবং সেই চিন্তাভাবনা প্রকাশের অভিনব পদ্ধতির সূচনা করে পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে এক নতুন দিক নির্দেশনা করেন। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর সম্পর্কে জানার পরিচিত উৎস হল প্লেটোর সংলাপভিত্তিক গ্রন্থ, যা দর্শনের ইতিহাসে 'Dialogues' নামে পরিচিত। প্লেটো তাঁর সংলাপে সক্রটিসকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র সংলাপে সক্রটিসের বক্তব্যগুলি সুখের ধারণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ সুখ অর্জনই হল মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। আলোচ্য গবেষণা পত্রটি হল প্লেটোর কিছু বিখ্যাত সংলাপ

যেমন - *Protagoras, Gorgias, Phaedo, The Republic* এবং *Philebus* - এগুলিতে সুখ সম্পর্কে সফ্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গিগুলির একটি সামগ্রিক বিবরণের উপস্থাপনা, যার মধ্য দিয়ে সুখের প্রতি সফ্রেটিসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। এই পত্রে এর পাশাপাশি আলোচ্য সংলাপ গুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার মধ্য দিয়ে কিভাবে সফ্রেটিসের সুখের প্রতি কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না - সেই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের ধারণা অনুযায়ী ‘সুখ’ মানুষের স্বাভাবিক কামনার বিষয়বস্তু। মানুষ স্বভাবতই সুখ কামনা করে এবং সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা গানের কলি মনের আঙ্গিনায় ভেসে ওঠে - ‘সবাই তো সুখী হতে চায়, তবু কেউ সুখী হয়, কেউ হয় না’। আসলে এই সুখ সহজলভ্য নয়, বিশেষ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের পক্ষে সুখ লাভ করা সম্ভব। সুখের মূল চাবিকাঠি হল শারীরিক কামনা বাসনার দিকে মনোযোগী না হয়ে নিজের আত্মার প্রতি মনোযোগী হওয়া। এই কারণে Socrates তাঁর প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির (*elenchus*) মাধ্যমে সুখ সম্পর্কে তার যুক্তিগুলি উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, যদি কেউ প্রথমে নিজের আত্মাকে পরীক্ষা না করে তাহলে তার জীবন অর্থহীন হবে, অপরিষ্কৃত জীবন বাস করার যোগ্য নয়।^১ নিজের আত্মাকে জানার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং ভালো (*good*) - মন্দ (*evil*) সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে। ভালো-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নিজের জীবনকে পরিচালনার করা সুখী জীবনের জন্য আবশ্যিক। সফ্রেটিস তাঁর দর্শনে সদগুণ (*virtue*)-কে পরম কল্যাণ (*highest good*) বলেছেন এবং এই সদগুণকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার (*wisdom*) সাথে অভিন্ন রূপে দেখেছেন। প্লেটোর সংলাপগুলি বিশেষত *Protagoras, Laches, Gorgias, The Republic* - এ এই ধরনের (*‘virtue is knowledge’*) সফ্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সফ্রেটিস এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন যে, একমাত্র প্রজ্ঞার মাধ্যমে সফল জীবন লাভ করা যায় এবং এই প্রজ্ঞা বা জ্ঞানই হল সুখ অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার।^২

প্লেটো-র সংলাপে আলোচিত সমস্ত বিষয়ই কোন না কোন ভাবে মানব প্রকৃতির সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত এবং সুন্দর ও সুখী জীবন লাভ করার উদ্দেশ্যে এই সংলাপগুলি রচিত হয়েছিল। তবে সফ্রেটিসের সংলাপের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সুখ বা আনন্দ (*happiness/ pleasure*)। তিনি তাঁর *‘elenchus’* পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভালো জীবনের প্রকৃত অর্থ কি এবং কিভাবে ভালোভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব, তার অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোভাবে জীবনযাপন করতে চায় এবং সুখী হতে চায়। Socrates এর কাছে ভালো জীবনের অর্থ হল সৎপথে থাকা, সৎ কর্ম করা। কিন্তু জীবনে সৎ পথে চলার ক্ষেত্রে কিংবা সদাচারী হওয়ার ক্ষেত্রে সদগুণ (*virtue*)-এর প্রকৃতিকে যথার্থ ভাবে অনুধাবন করা আবশ্যিক। এই বিশেষ জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কোন্টি ভালো এবং কোন্টি মন্দ তা জানতে সমর্থ হয়। ভালো-মন্দ সম্পর্কে ব্যক্তির সঠিক জ্ঞান থাকলে তার ক্রিয়াকলাপ এবং তার যুক্তি বিচার সঠিক হবে। এভাবে সৎ পথে সঠিক কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পক্ষে সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব হবে। সফ্রেটিস তাই বলেছেন যে, যদি মানুষ সুখী হতে চায়, তাহলে জ্ঞানী হওয়ার জন্য তার সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত।

সুখ সম্পর্কে সফ্রেটিসের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কেমন ছিল, তা বলা খুবই কঠিন, কারণ সুখ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটোর প্রাচীনতম থেকে শুরু করে সর্বশেষ পর্যন্ত সংলাপগুলিতে বিক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। *Protagoras, Gorgias, Phaedo, The Republic* এবং *Philebus* - এই সংলাপগুলিতে আলোচিত সুখের প্রতি সফ্রেটিসের যুক্তিগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে সুখ সম্পর্কে সফ্রেটিসের অবস্থান পর্যালোচনা করা সম্ভব।

Protagoras : প্লেটো-র সংলাপ *Protagoras*-এর 348c - 362a অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে সফ্রেটিসের সুখ সম্পর্কিত যুক্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। *Protagoras* -এ সুখ সম্পর্কে সফ্রেটিসের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, সুখকর জীবনই হল পরম কল্যাণ (*highest good*)। মানুষ যখন তার অজ্ঞতাবশত জীবনকে ভুল পথে চালিত করে, তখন সেই জীবন যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই কারণে সফ্রেটিস মানুষকে আনন্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ প্রদান করেছেন।

সক্রেটিস মনে করেন যে, যে কাজটিকে মানুষ সর্বোত্তম (best thing) বলে বিচার করে, তার উপর নির্ভর করে মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়।^৩ যদি কোন ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট ভোগ করে অথবা অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি আনন্দের দ্বারা মোহিত বা অভিভূত হওয়ার কারণে নয়, বরং অজ্ঞতার কারণে তা করে। সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন যে কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়-কর্মে লিপ্ত হয় না। যদি কেউ জানে যে কোন কাজটি সঠিক, তাহলে সে সঠিক কর্মটি বেছে নেবে আর যদি সে ভুল করে, সেই ভুলের মূল কারণ হল কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, সেটা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব (ignorance)। সক্রেটিসের মতে, আসলে মন্দ (evil) হল অজ্ঞানতার ফল। যদি অন্যায়কারীর বুঝতে পারার ক্ষমতা থাকত যে, কেন কাজটি ভুল বলে বিবেচিত হচ্ছে, তাহলে সেই অন্যায়কারী কর্মটি সম্পাদন করতো না। অন্যায়কারী যখন কোন কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে তার কাজটিকে কোনভাবে ভালো বলে বিবেচনা করে থাকে। যদি অন্যায়কারীর সেই কাজটি যে ভুল, তা সম্পর্কে তার ধারণা থাকতো, তাহলে এরূপ কর্মে সে কখনোই লিপ্ত হত না। আসলে ভালো-মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব থাকায় অন্যায়কারী তার সম্পাদিত কর্মের নেতিবাচক প্রভাবকে অনুধাবন করতে পারে না।^৪

সক্রেটিস মনে করেন যে, যদি কেউ সুখ পরিমাপের পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি সঠিক মনোভাবাপন্ন হবে, দুঃখ-যন্ত্রণাকে এড়াতে সক্ষম হবে, ব্যক্তিকে নৈতিক কর্তব্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হবে না, সর্বোপরি সেই ব্যক্তি সর্বোচ্চ কল্যাণের অধিকারী হবে, যা প্রকৃতপক্ষে সুখী জীবনের পরিচায়ক। এমন কথা কেউ বলতে পারে না যে, অন্যায় কর্মের মূলে হলো সুখের প্রতি কামনা। মানুষ তার অজ্ঞানতার কারণে অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। যদি আমাদের জ্ঞান থাকে যে কোনটি আমাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম, তাহলে আমরা আমাদের আবেগ এবং প্রতিফলনগুলিকে পরিমাপ করে দেখতে পারি যে সেগুলি সুখজনক কিংবা দুঃখজনক কিনা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হল - সক্রেটিস সুখ এবং দুঃখকে বিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ না করে সমগ্র রূপে গ্রহণ করেছেন। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন সাহসী ব্যক্তি যখন যুদ্ধে যেতে যায় তার কারণ হতে পারে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সম্মান অর্জন করতে চায় অথবা তার দেশকে রক্ষা করতে চায়। আসলে আমাদের পছন্দের মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছাগুলির প্রতিফলন ঘটে। সাহসী ব্যক্তিটির পছন্দ তার পক্ষে হিতকর, কারণ সম্মান মানুষের সঙ্গুণের অন্যতম এবং এইসব সঙ্গুণই হল পরম কল্যাণ।

Gorgias : Protagoras এ সুখের প্রতি সক্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সুখ পরিমাপ যোগ্য। সক্রেটিস, *Gorgias* এ Callicles এর সাথে বিতর্কের সময় একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রের (a leaky jar) উপমা প্রয়োগ করে একজন সংযমী এবং একজন অসংযমী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে সুখের প্রতি সংযত মনোভাব গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। সুখবাদী Callicles - এর মতে, যদি কোন ব্যক্তির মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাহলে সেই সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। কিন্তু সক্রেটিস বলেন যে, কেবল হিংসাত্মক কামনা থেকে মুক্ত হলেই সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব। সক্রেটিস তাঁর বক্তব্যগুলিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রের উপমাটি ব্যবহার করেছেন। সংলাপের এই অংশের শেষে লক্ষ্য করা যায় যে, Callicles, সক্রেটিসের প্রস্তাবে সম্মত নন। Callicles বুদ্ধি দিয়েছেন যে, যদি আমরা আমাদের কামনা-বাসনা বা আনন্দকে পুনঃ পূরণ করতে পারি, তাহলে আমরা আমরা ভালো জীবন লাভ করতে পারব, আমরা জীবনে সুখী হব। সংযমী মানুষের পাত্রটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরাট থাকুক কিংবা না থাকুক, সে কখনোই সুখী হতে পারবে না। কিন্তু সক্রেটিস দেখিয়েছেন যে, সংযমী মানুষের পাত্রটি অসংযমী মানুষের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ণ। তাছাড়া চালুনির মতো পাত্রটি হওয়ার কারণে অসংযমী মানুষ পাত্রটিকে ভরাট করার শত প্রচেষ্টা করলেও সে কখনোই তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে না। অপরদিকে সংযমী মানুষ তার পাত্রটি ভরাট করার কোনরকম প্রচেষ্টা করবে না, কারণ তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে এবং সে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে।^৫ সক্রেটিসের এর যুক্তি হলো, যদি আমরা আনন্দগুলিকে সঠিক মাত্রায় পরিমাপ করি, তাহলে জীবনটা ছিদ্রযুক্ত পাত্রের মত হবে না, যাকে ভরাট করার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে হবে না। বরং জীবনটা হবে পর্যাপ্ত পাত্রটির মতো, যা আনন্দগুলি পরিমাপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, এমন জীবনে সুখের আগমন অনিবার্য। এই ছিদ্রযুক্ত পাত্রের উপমাটি তিনটি শর্ত প্রতিষ্ঠা করে - ভরাট প্রক্রিয়া হল আনন্দ; খালি করার প্রক্রিয়া হল যন্ত্রণা, শেষটি যা প্রথম দুটির মতন কোনও প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি স্থিতিশীল অবস্থা, তা হল শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের পাত্রগুলি যখন পূর্ণ হয় তখন

যে তৃপ্তি অনুভব করে। এগুলো ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মতো শারীরিক আনন্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন আমরা ক্ষুধার্ত থাকি, তখন এটি ক্ষুধা এবং ব্যথা; যখন এটি পূর্ণ হয় তখন এটি খাদ্যগ্রহণ এবং আনন্দ; একবার পেটপূর্ণ হয়ে গেলে আমরা আর খাদ্য গ্রহণ করি না, তখন সেই তৃপ্তির অবস্থা হল যা একজন সুস্থ মানুষ তার পর্যাপ্ত পরিমাণ ভরাট পাত্রকে পুনরায় ভরাট না করে পাত্রের উপর বিশ্রাম নিই।

Gorgias এ সুখ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে *Socrates* - এর দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বিষয়টি হল সুখ হল কল্যাণ ('pleasure is good') - এমন দাবি খন্ডন করার জন্য সফ্রেটিস সাহসী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে কাপুরুষ এবং মূর্খ ব্যক্তির তুলনামূলক উপমাটি উপস্থাপন করেছেন। *Callicles* বলেন যে, একজন ব্যক্তি একই সময়ে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান হতে পারে না। সফ্রেটিসের মতে, কেউ ক্ষুধার্ত হলে সে খাদ্য গ্রহণ করে, অথবা কেউ তৃষ্ণার্ত হলে সে জল পান করে। এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলিতে দুঃখ একই সাথে সুখের উৎপাদক। *Callicles* এরূপ দৃষ্টান্তের সাথে সহমত হলেও তাঁর ইচ্ছার এই ধরনের স্বীকৃতি নিজের অবস্থান বিরোধী। যেহেতু একজন মানুষ একই সময় সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভ করতে পারেনা, ফলে সুখ এবং দুঃখকে ভালো ও মন্দ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। *Socrates* আলোচ্য বক্তব্যটিকে সাহসী ব্যক্তি এবং কাপুরুষ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছেন - একজন কাপুরুষ ব্যক্তি সাহসী ব্যক্তির মতই সুখ অনুভব করে। কিন্তু এই ধরনের সুখকে *Socrates* ভালো বলে মনে করেন নি। যদি আমরা কাপুরুষ ব্যক্তিকে মন্দ এবং সাহসী ব্যক্তিকে ভালো বলে স্বীকার করি এবং যদি তাদের সুখের মাত্রা সমতুল্য হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সুখকে ভালো বলতে পারি না, কারণ মন্দ ব্যক্তিটিও ভালো ব্যক্তির মত একই মাত্রার সুখ অনুভব করে।^১ ভালো-মন্দ আমাদের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় এর মধ্যে নিহিত নয়। আমাদের পক্ষে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা নির্বাচন করবার মানদণ্ড জ্ঞান নিরপেক্ষ নয়। নির্বাচন করবার মানদণ্ডটি যদি কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হয়, তাহলে আমরা জানতে পারবো না যে কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ। সুখের বাছাই করণ প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হলে পরিণামে দুঃখ অনিবার্য, বরং জ্ঞানের দ্বারা চালিত হতে হবে। সফ্রেটিসের মতে, কেবল সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের কামনা পূরণ করে এবং সুখ ও আনন্দের সাথে জ্ঞানের সঠিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারলে, নিজের পক্ষে কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা জানার মাধ্যমে ব্যক্তি তার কর্মের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হবে। এমন ব্যক্তির আচরণ এবং তার সঠিক মনোভাব তাকে সঠিক কর্মের পথে পরিচালিত করবে। *Gorgias* এ সফ্রেটিসের মূল বক্তব্য হলো, কেবলমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে সুখ গুলির মধ্যে ভালো-মন্দ বিচার করা সম্ভব। আমাদের পছন্দের ভিত্তি জ্ঞান হওয়া উচিত। আমরা যদি আনন্দ এবং বেদনাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে শিখি, তাহলে আমরা জীবনে আনন্দ লাভ করতে পারবো এবং ব্যথা বেদনাকে এড়াতে সক্ষম হবো।

Phaedo : *Phaedo*-তে সুখ সম্পর্কে প্রথম মন্তব্যটি প্রদর্শন করে যে, যদিও সুখ এবং দুঃখের অর্থ পরস্পর স্বতন্ত্র, তথাপি সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা আমাদের একই সাথে হয়। দুঃখের অভিজ্ঞতা হলে একই সাথে সুখেরও অভিজ্ঞতা হয়। কথোপকথনটি দার্শনিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে যা আনন্দের সাথে সম্পৃক্ত। একজন প্রকৃত দার্শনিক মূলতঃ তার আত্মার বা মানসিক চাহিদার বিষয়ে উদ্বিগ্ন, তিনি কখনোই শারীরিক চাহিদাকে গুরুত্ব দেন না।

Phaedo তে দেহ এবং আত্মার পার্থক্যের বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আত্মা ও দেহের বিচ্ছেদ আসলে *Phaedo* -র কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। একজন দার্শনিক মৃত্যুর মাধ্যমে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রকৃত জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে; দার্শনিক খাদ্য, পানীয় এবং যৌনতার আনন্দের মতো তথাকথিত দেহের আনন্দের প্রতি মনোযোগী হন না। শারীরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত করে, শরীরের প্রতি যত্নশীল নয় হয়ে কেবল আত্মা বিষয়ক চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন। সফ্রেটিসের মতে, পরম কল্যাণ অর্থাৎ সত্যকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, এই সত্য আত্মার মধ্যেই নিহিত। সত্যকে জানার জন্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করা প্রয়োজন, কারণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান ব্যর্থ হতে পারে। ইন্দ্রিয় আমাদের অনেক সময় প্রতারণা করতে পারে। আত্মার উচিত ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের উপর বিশ্বাস রাখা। প্লেটোর সংলাপ *Phaedo* তে সফ্রেটিস দেখিয়েছেন যে, দৈহিক ক্ষুধার দ্বারা

চালিত না হয়ে কেবলমাত্র আত্মার প্রতি যত্নশীল হলে বিপুল বুদ্ধি বা মননের মাধ্যমে বিপুল জ্ঞান বা প্রকৃত সত্যকে লাভ করা যায়। সফ্রেটিস বলেন যে প্রতিটি আনন্দ এবং বেদনা আত্মাকে দেহের সাথে সংযুক্ত করে। তীব্র আনন্দ এবং যন্ত্রণার বশবর্তী হয়ে আত্মা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। আনন্দ এবং বেদনা আত্মাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।^৭

প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য শারীরিক শৃঙ্খল থেকে আত্মার মুক্তি আবশ্যিক। আমাদের কেবল শারীরিক আনন্দ এবং কামনা বাসনাকে মন্দ বলে বা মূল্যহীন বলে মূল্যায়ন করা উচিত নয়, বরং সক্রিয়ভাবে এদের এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এই সমস্ত শারীরিক আনন্দ, কামনা বাসনা আমাদের মূল্যবোধ পরিবর্তন করে এবং আমাদের মিথ্যা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। একজন দার্শনিক সাধারণ মানুষের মতোই আনন্দকে উপভোগ করেন, তার ক্রিয়াকর্ম, লক্ষ্য এবং মনোভাব আনন্দ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সাধারণ মানুষ কল্যাণের মাত্রানুপাতে আনন্দে লিপ্ত হন। কিন্তু দার্শনিক জানেন যে কোন্ বিষয়টি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি বস্তুগুলিকে তাদের মূল্যবোধ অনুসারে গ্রহণ করেন। সফ্রেটিস দার্শনিকের আত্মাকে দেহ থেকে মুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন বলে বর্ণনা করেন।

একজন প্রকৃত দার্শনিক কখনোই মৃত্যুভয় পান না, বরং তিনি মৃত্যুকে স্বাগত জানান। কারণ দার্শনিক জানেন যে আত্মা অমর এবং দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না। সফ্রেটিসের যুক্তি হল দর্শন চর্চা করা মানে মৃত্যুর সমতুল্য। যদি আমরা ধরে নিই যে মৃত্যু হল আত্মার দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতা তাহলে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রকৃত দার্শনিকরা শারীরিক জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কিছুই চান না।

The Republic : *The Republic* গ্রন্থে সফ্রেটিস আত্মার বিভাজনকে তিনি যে সমাজের মধ্যে বসবাসকারী এক শ্রেণীগত বিভাজনের সাথে তার তুলনা করেছেন। সফ্রেটিস বলেছেন যে, আত্মা তিন ভাগে বিভক্ত : যুক্তিবাদী (rational), প্রাণবন্ত (spirited) এবং ক্ষুধার্ত আকাঙ্ক্ষা (appetite)। সফ্রেটিস এরূপ দাবী দিয়ে শুরু করেন যে, একটি ন্যায় পরায়ণ সমাজ হল এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে এর উপাদান শ্রেণীগুলি অন্যের পরিধি ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে তাদের নিজ নিজ কার্যসম্পাদন করে। সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণীগুলির মধ্যে রয়েছে অছি বা তত্ত্বাবধায়ক শ্রেণী (the guardians), সৈনিক এবং সহায়ক শ্রেণী (the soldiers and auxiliaries), বণিক এবং শ্রমিক শ্রেণী (merchants and workers)। আত্মার যুক্তিসঙ্গত অংশের প্রতিনিধিত্বকারী অছি শ্রেণীর সমাজের তত্ত্বাবধান করেন এবং এই শ্রেণীর সদস্যদের পথনির্দেশক জ্ঞান প্রদান করেন। সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী, যারা প্রাণবন্ত, সেই ট্রেনিং শ্রমিক এবং বণিকদের পরিচালনা করার সময় তাদের সভ্যদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে। শ্রমিক এবং বণিক, যারা ক্ষুধার্ত এবং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপর, তারা তাদের নিজস্ব ইন্দ্রিয়গত কামনা বাসনা, আনন্দ চরিতার্থে কাজ করে। সমাজে এই শ্রেণীগুলি মানব আত্মার রূপক হিসেবে কাজ করে। মানুষের মধ্যে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, অর্থ এবং আনন্দের নিমিত্ত ক্ষুধার্ত কামনা; সম্মান এবং বিজয় দ্বারা উদ্বিগ্ন কিন্তু ক্রোধ প্রবণ আত্মা প্রাণবন্ততা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিজস্ব শক্তি সরবরাহ করে। আত্মার এই প্রতিটি অংশ দেহের বিশেষ অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। আত্মার যৌক্তিক অংশটি মনের সাথে, প্রাণবন্ত অংশটি হৃদয়ের সাথে এবং ক্ষুধার্ত অংশটি উদর এবং যৌনাঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। আত্মার যৌক্তিক অংশের কাজ হল তার জ্ঞান এবং বিচার, বোধশক্তির মাধ্যমে অপর দুটি অংশ অর্থাৎ ক্ষুধার্ত এবং প্রাণবন্ততার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। আদর্শগতভাবে একজন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি, ন্যায় পরায়ণসমাজের মতই এমন একজন ব্যক্তিত্ব যেখানে আত্মার তিনটি অংশের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়।^৮

সফ্রেটিস রিপাবলিক গ্রন্থে যুক্তিপূর্বক উপস্থাপন করেছেন যে একজন ন্যায় পরায়ণ মানুষ একজন অন্যায় মানুষের তুলনায় সুখী এবং ভালো জীবন যাপন করে। এই ন্যায়পরায়ণ জীবন হল সবচেয়ে আনন্দদায়ক। যুক্তি অনুসারে পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে - সত্য প্রেমী, সম্মান প্রেমী এবং অর্থ প্রেমী। এই মানুষদের প্রত্যেককেই যাকে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান রূপে মনে করে তাতেই সর্বাধিক আনন্দ লাভ করে এবং মনে করে যে সর্বোত্তম জীবন হল সেই জীবন যেখানে এই আনন্দের সর্বাধিক যোগ আছে। তবে কেবলমাত্র দার্শনিকই একজন ন্যায়পরায়ণ আত্মা। দার্শনিক প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত

আনন্দ লাভ করতে পারে। অন্যান্য সমস্ত আনন্দ আসলে ব্যথা থেকে মুক্তি, সদর্থক আনন্দ নয়। অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হতে পারে না বলে অন্যান্য আনন্দ প্রকৃত আনন্দের পর্যায়ে পড়ে না।

সক্রেটিস এমন একজন ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন, যিনি জীবন থেকে সর্বাধিক আনন্দ কীভাবে পেতে পারেন সে সম্পর্কে সচেতন। যদিও তার এই ধরনের জ্ঞান আছে, তবুও এই জীবনের সৎ পথে চলতে হলে তাকে যুক্তি, বোধশক্তি ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। সক্রেটিসের মতে, সবচেয়ে পছন্দের জীবন হল দার্শনিকের জীবন এবং তাই একজন দার্শনিকের জীবন হল একটি মনোরম জীবনের সংজ্ঞা। এখানে দার্শনিকের আনন্দের বিবরণ হল প্রকৃত আনন্দ। সক্রেটিস এই ধারণার বিরোধিতা করেন যে বিশুদ্ধ আনন্দ হল ব্যথা পরিহার করা ছাড়া অন্য কিছু; বিপরীতে, তিনি বিশ্বাস করেন যে বিশুদ্ধ ব্যথা হল আনন্দের অবসান।

Republic- এ প্রকৃত আনন্দ কী, সেই প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ আনন্দ- এর অর্থ হল ব্যথা প্রকৃত আনন্দ দেয় না বা প্রকৃত আনন্দ ব্যথার সাথে থাকে না। এটি ব্যথার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য : একটি বিশুদ্ধ ব্যথা পরে আনন্দে পরিণত হয় না, অথবা আনন্দ ব্যথার কারণ হয় না। সক্রেটিস যখন প্রকৃত আনন্দ ব্যাখ্যা করছেন, এবং কীভাবে এই ধরনের আনন্দ কেবল দার্শনিকদের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব, তিনি আত্মার অংশগুলিকে আনন্দ অনুসারে প্রদান করেন। আত্মার এই অংশগুলি বিভিন্ন ধরনের আনন্দ প্রকাশ করে। কেবলমাত্র দার্শনিকই সমস্ত আনন্দকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, কিন্তু একই সাথে তিনি সেগুলিকে ঘৃণা করেন এবং সেগুলির প্রতি উদাসীন থাকেন। অন্যরাও এই আনন্দগুলি অনুভব করে, কিন্তু তারা দেখতে পায় না যে তাদের বাস্তবতা কোথায়। আত্মার তিনটি অংশই যখন যুক্তি বা বোধশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সর্বাধিক সুখ ঘটে, যা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তি বা অন্য কথায়, দার্শনিক দ্বারাই করা হয়। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি আত্মার যুক্তি গ্রহণ এবং এর পরিণতি ব্যাখ্যা করে, অত্যাচারী, যিনি একজন স্বৈরশাসক এবং রাজা, যিনি একজন দার্শনিক, তার দৃষ্টিকোণ থেকে।

সকল সংলাপে সক্রেটিস মনে করেন যে আমাদের সবচেয়ে আসল সত্তা হল আমাদের মন। 'রিপাবলিক'-এ তিনি আরও বলেন যে, যদি আত্মার এই তিনটি অংশ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সম্ভুষ্ট হয়, তাহলে কেউ জীবন থেকে সর্বাধিক আনন্দ পেতে পারে এবং সে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী সত্তা হবে। অন্য যারা মনে করে যে ভালো হল আনন্দ, তারা কখনই বাস্তবতা কী তা জানতে পারবে না, কারণ তাদের সম্ভ্রুতির ভিত্তি আনন্দের মিথ্যা প্রতিফলন বা মায়াময় চিত্রকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথাগুলো থেকে কেউ অনুমান করতে পারে যে কেবল দার্শনিক, রাজা, অথবা জ্ঞানী ব্যক্তির আনন্দই আসল। এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে, আত্মার তিনটি অংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের মনোভাব, কর্ম, প্রবণতা এবং আচরণ যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা তাই তারা আনন্দের ফাঁদে পা দেয় না। অন্যরা যখন আনন্দে ভোগ করে এবং দুঃখজনক জীবনযাপন করে, তখন জ্ঞানী ব্যক্তির সৎ জীবনের পথে চলেন, যেখানে তারা পরম সম্ভুষ্ট হন।

Philebus : এখন পর্যন্ত অন্যান্য সংলাপগুলি আমাদের আনন্দ এবং পুণ্যময় জীবনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। সক্রেটিসের মতে, পুণ্যময় জীবনই উত্তম জীবন। *Philebus* যেহেতু পুণ্যময় জীবনের নেতা হল যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তা, তাই সক্রেটিস আনন্দের সাথে এর সংযোগ দেখান। আলোচনাটি শুরু হয় সক্রেটিসের এই দাবি দিয়ে যে আমাদের আনন্দগুলি স্থির : এমনকি যদি এক সময়ে কোন একটি আনন্দের পরিতৃপ্তি ঘটে, তবে অন্য আনন্দের চাহিদা আবির্ভূত হবে। এখানে সমস্যাটি আনন্দ তৃপ্ত করার কোনও অসুবিধা নয়, বরং তাদের অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। যখন আমরা ক্ষুধার্ত থাকি তখন আমরা খাই, যখন আমরা তৃষ্ণার্ত থাকি তখন আমরা পান করি; এমনকি যখন তৃপ্তি আনন্দের সাথে একীভূত বলে মনে হয়, তখনও অভাব পূরণ সর্বদা একটি নতুন অভাব দ্বারা ব্যাহত হয়। এমনকি যখন একটি তৃপ্তি পূর্ণ হয়, যতক্ষণ না অন্য অভাবগুলি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ এই তৃপ্তিগুলি কখনই সত্যিকার অর্থে পূরণ করা যায় না।

Philebus এ, আনন্দের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম শ্রেণীটিকে প্রকৃত আনন্দ বলা হয় এবং এতে শারীরিক আনন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জল পান করা। অন্য স্তরটি আমাদের মিশ্র আনন্দ সম্পর্কে। 'মিশ্র' শব্দটি দ্বারা সক্রেটিস শরীরের আনন্দ এবং আত্মার আনন্দের মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দেন। শেষের আনন্দের দলটি

হল আত্মার আনন্দ এবং বেদনার মিশ্রণ; এবং এই পর্যায়ের মিশ্রণে শারীরিক আনন্দ এবং বেদনা অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমত, সফ্রেটিস স্বীকার করেন যে এই ধরনের অনুভূতিগুলি আনন্দ এবং বেদনার মিশ্রণ।

এই বক্তব্যের পর, চলমান সংলাপটি একটি রূপকের সাথে যুক্ত। সফ্রেটিস একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির ব্যাখ্যায় একটি তাত্ত্বিক কৌতুকের উদাহরণ দিয়ে তার পরামর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও ঈর্ষা মনের যন্ত্রণা বলে মনে হয়, একজন ঈর্ষান্বিত মানুষ অন্যদের দুর্ভাগ্য দেখে খুশি হবে। এটি প্রমাণ করবে যে আনন্দ এবং বেদনা দুটি ভিন্ন ধরনের আবেগ, এবং তাদের অস্তিত্ব একটি একক ধারণা এবং একটি একক আত্মার মধ্যে ঘটে, যা তৃতীয় শ্রেণীতে ঘটে। অন্যদের দুর্ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির আনন্দ তার নিজের অশুভ ইচ্ছার আনন্দের উপর ভিত্তি করে। থিয়েটারিক কমেডির মতো, আমরা অন্যদের দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য নিয়ে হাসি।^৯

এই ধরনের আনন্দ ছাড়াও, সফ্রেটিস আনন্দকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, সত্য এবং মিথ্যা আনন্দ। সফ্রেটিস যুক্তি দেন যে, আনন্দ সত্য হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা আনন্দ সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়। বস্তু সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মিথ্যা আনন্দের উদ্ভব হয়। কিছু আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আনন্দ নয়, কারণ এগুলি মিথ্যা বিশ্বাস বা বাস্তবিক ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে। অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে আনন্দ আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদি কেউ এরূপ বিশ্বাস করে যে কেউ ক্ষুধার্ত অনুভব করছে, তাহলে সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের আনন্দ (খাওয়া) কে প্রত্যাশা করে। আসলে বিশ্বাস মিথ্যা, ফলে প্রত্যাশিত আনন্দটিও মিথ্যা। যদি কেউ এমন কল্পনা করে যে সে অসুস্থ এবং সে আরোগ্যের আনন্দের প্রত্যাশা করে। কিন্তু যদি তারা প্রকৃতই সুস্থ থাকে, তাহলে তাদের আরোগ্যের প্রত্যাশা একটি মিথ্যা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এবং সেই প্রত্যাশায় তারা যে আনন্দ অনুভব করে সেই আনন্দ মিথ্যা।^{১০}

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য গবেষণা পত্রে প্লেটোর *Protagoras*, *Gorgias*, *Phaedo*, *The Republic*, *Philebus* - এই সকল সংলাপে সফ্রেটিস আনন্দকে অথবা সুখকে যে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংলাপে সফ্রেটিসের যুক্তিগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করলে এটা স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনোই মানসিক বা আত্মিক চাহিদা অপেক্ষা দৈহিক চাহিদাকে প্রাধান্য দেন নি। প্লেটোনিক বিভিন্ন সংলাপে আলোচিত আত্মার প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিষয়টি Socrates এর দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জীবনধারার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলা যায়। প্লেটোর *Protagoras* সংলাপে সুখকে পরিমাণ যোগ্য বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার *Gorgias* এ *Protagoras* এ উল্লিখিত সুখের পরিমাপ যোগ্যতার ধারণাটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। *Phaedo*-তে শারীরিক চাহিদার তুলনায় আত্মার প্রতি যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ সফ্রেটিস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একজন দার্শনিকের প্রকৃত আনন্দ সম্পর্কিত আলোচনাও *Phaedo* তে স্থান পেয়েছে। *The Republic* এ সফ্রেটিস আত্মার ত্রিপর্যায় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি পুনরায় দার্শনিকের আনন্দ বিষয়ক আলোচনাও করেছেন। সর্বোপরি *Philebus*-এ মিথ্যা আনন্দ এবং সত্য আনন্দের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সুখ দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করতে অথবা বিশুদ্ধ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারেনা। তবে সৎপথে জীবন পরিচালনা করে মানুষ তার বোধশক্তি, যুক্তি, জ্ঞানের দ্বারা চালিত হলে প্রকৃত অর্থে সুখী জীবন লাভ করা সম্ভব। এই কারণে সুখের আলোচনা প্রসঙ্গে সফ্রেটিস বলেছেন যে, আবেগের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, নিজের কামনা বাসনা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করাই সুখী জীবন লাভের উপায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, একটি সংলাপ থেকে পরবর্তী সংলাপের আলোচনায় সফ্রেটিসের সুখ সংক্রান্ত কোন একক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। থাকার কারণে এবং প্রত্যেকটি সংলাপে সফ্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য থাকার কারণে তাঁর অবস্থানকে সঙ্গত বলা যায় কিনা, সেই বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়াও প্লেটোর সংলাপে সুখ সম্পর্কিত সফ্রেটিসের বক্তব্য হিসেবে যা পাই, তা আদৌ সফ্রেটিসের বক্তব্য কিনা তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সফ্রেটিসের দার্শনিক অনুসন্ধান একটি ভালো এবং সার্থক জীবন যাপনের কাঠামো থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়।

Reference:

1. *Apology*, 386a5-6
2. *Protagoras*, 360e-361c; *Laches*, 199d-e; *Gorgias*, 506d-507c; *Republic I* 350d-351c
3. *Protagoras*, 352d
4. *Protagoras*, 359 e-360a
5. *Gorgias*, 481a7-499b9
6. *Gorgias* 498a-50
7. *Phaedo* 64c-69e
8. *Republic* 434d-441c
9. *Philebus*, 31b-35d
10. *Philebus*, 36c-51a

Bibliography:

- Berman, Scott. "Socrates and Callicles on pleasure." *Phronesis* 36.2 (1991): 117-140
- Bloom, Allan, and Adam Kirsch. *The republic of Plato*. Vol. 2. New York: Basic Books, 1968.
- Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. *Socratic moral psychology*. Cambridge University Press, 2010.
- Fowler, Harold North, Walter Rangeley Maitland Lamb, and Robert Gregg Bury. *Plato: Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus*. 1960. Vol. 1. Harvard University Press, 1919.
- Gosling, Justin Cyril Bertrand, and Christopher Charles Whiston Taylor. *The Greeks on pleasure*. Oxford University Press, 1982.
- Lamb, Walter Rangeley Maitland, Robert Gregg Bury, and Paul Shorey. *Plato: The statesman; Philebus; Ion*. Vol. 3. W. Heinemann, 1925.
- Morrison, Donald R. *The Cambridge companion to socrates*. Cambridge University Press, 2010.
- Moss, Jessica. "Pleasure and illusion in Plato." *Philosophy and Phenomenological Research* 72.3 (2006): 503-535.
- Plato, B. C., and Walter Rangeley Maitland Lamb. "Laches; Protagoras; Meno; Euthydemus." (No Title) (1924).
- Plato, B. C., and Walter Rangeley Maitland Lamb. "Lysis; Symposium; Gorgias." (No Title) (1925).
- Reshotko, Naomi. *Socratic Virtue: Making the Best of the Neither-good-nor-bad*. Cambridge University Press, 2006.
- Segvic, Heda. "No one errs willingly: The meaning of Socratic intellectualism." *A Companion to Socrates* 171 (2006).
- Sommerville, Brooks. "Pleasure and the divided soul in Plato's republic book 9." *The Classical Quarterly* 69.1 (2019): 147-166.
- Van Riel, Gerd. *Pleasure and the good life: Plato, Aristotle, and the Neoplatonists*. Vol. 85. Brill, 2000.